দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 11 1999
পৃঃ ১ কলাম ৪

মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দ ১০০ কোটি টাকা বাড়ালেও মোদার্রেছিন নেতার মতে সরকারের কাজটি বেআইনী

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

মাদ্রাসা শিক্ষার হাল-শেষ পর্ব

বিএনপি সরকারের আমলেও দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে শতাধিক মাদ্রাসার এমপিও বাতিল এবং স্বীকৃতি প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক তদন্ত কমিটি। দক্ষিণাঞ্চলের একটি থানায় ৪৯টি মাদ্রাসা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিল কমিটি। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে সেই একই অভিযোগে দু'শতাধিক মাদ্রাসার এমপিও (মান্তলি পে-অর্ডার) এবং স্বীকৃতি বাতিলের পর বিরোধীদলীয় নেত্রী এর বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। অপরদিকে জমিয়তুল মোদার্রেছীনসহ মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠনগুলো একে 'মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের চক্রান্ত' বলে শোরগোল তুলেছে।

বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ১০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি, দুই শতাধিক নতুন মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করাসহ

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দ

(প্রথম পাতার পর)

বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেও জমিয়তুল মোদার্রেছীন এবং 'ইসলামপন্থী' দাবিদার আরও কিছু সংগঠন সরকারকে 'মাদ্রাসা শিক্ষা বিরোধী' বলে চিহ্নিত করার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, মূলত দু'টি কারণে সংগঠনগুলো 'মাদ্রাসা শিক্ষা গেল' বলে জিগির তুলে মাঠ গরম করার চেষ্টা করছে। প্রথমত, জমিয়তুল মোদার্রেছীন গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে যে একচেটিয়া রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর তা সংগঠনের মুঠোছাড়া হয়ে গেছে। সংগঠনের অনেক নেতা দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলেন বিগত সরকারগুলোর আমলে। শত শত ভুয়া মাদ্রাসা স্থাপন করে সরকারী অনুদানের কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করা হয় জমিয়তুল মোদার্রেছীনের পৃষ্ঠপোষকতায়। সরকারের গৃহীত বেশ কিছু পদক্ষেপের ফলে এই দুর্নীতি ও লুটপাট কিছুটা হলেও বন্ধ হয়ে গেছে। এতে স্বভাবতই মোদার্রেছীন নেতারা নাখোশ। দ্বিতীয়ত, সরকারকে 'ইসলামবিরোধী' বলে চিহ্নিত করার একটি চেষ্টা শুরু থেকেই চালাচ্ছে এসব সংগঠন। দুর্নীতির কারণে মাদ্রাসায় অনুদান বন্ধের বিষয়টিকেও এই সংগঠনগুলো 'রাজনৈতিক ইস্যু' বানিয়ে সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করছে।

জমিয়তুল মোদার্রেছীনের বর্তমান মহাসচিব মাওলানা আবদুল লতিফ জনকণ্ঠকে বলেছেন, সরকারের দুই শতাধিক মাদ্রাসার অনুদান বাতিল ও স্বীকৃতি প্রত্যাহারের কাজটি বেআইনী হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে নেয়া পদক্ষেপ কিভাবে বেআইনী হলো জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, যে নীতিমালার ভিত্তিতে সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে তা '৯৭ সালে তৈরি করা। বেশিরভাগ মাদ্রাসা এই নীতিমালা সম্পর্কে জানে না। তা ছাড়া অভিযুক্ত মাদ্রাসাগুলোকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া উচিত ছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মাদ্রাসাগুলোর আপীলের সুযোগ রয়েছে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে মাওলানা আবদুল লতিফ বলেন, কিন্তু সরকারতো আপীল করার আগেই শাস্তি দিয়ে দিয়েছে। "সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা সাময়িক এবং অভিযুক্ত মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও অনুদান বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হলে বকেয়া অনুদানও দেয়া হবে" বলে শিক্ষামন্ত্রী যে কথা বলেছেন তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে মাওলানা লতিফ বলেন, "এ কথাটি সরকারী আদেশের কোথাও নেই।" মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ১০০ কোটি টাকা বাড়ানোর পরও সরকার কিভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করল প্রশ্ন করা হলে মাওলানা লতিফ বলেন, বরাদ্দ তো স্কুল-কলেজের জন্য বাড়ানো হয়েছে। সেই অনুপাতে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য খুব বেশি বাড়ানো হয়নি। জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বলেন, সরকার আসলে নানা ছলছুতায় মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দিতে চায়। মাদ্রাসায় দুর্নীতি ও অনিয়ম সম্পর্কে তিনি বলেন, অনিয়ম তো সব জায়গাতেই আছে। সরকারের ইনটেনশন আসলে ভাল নয়। পাবনার পুষ্পপাড়ায় ব্রিটিশ আমলের একটি মাদ্রাসার স্বীকৃতি পর্যন্ত সরকার বাতিল করে দিয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়টিকে মাওলানা নিজামী 'মুদ্রাস্ফীতির হারের সঙ্গে সমন্বয়' বলে উল্লেখ করেন। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীপিছু সরকারের ব্যয় সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে বেশি একথা জানানো হলে মাওলানা নিজামী বলেন, এটা হতে পারে। কারণ মাদ্রাসায় ছাত্র সংখ্যা কমে যাচ্ছে সরকারের বিমাতাসুলভ নীতির কারণে।

ইসলামী ঐক্যজোটের নেতা এবং মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দীন খান এ বিষয়ে জনকণ্ঠের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি। তাঁর ছেলে জানান, বাবা এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি নন। উল্লেখ্য, মাওলানা মহিউদ্দীন সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিদিনই বিবৃতি এবং সভা সমাবেশে বক্তৃতা করে যাচ্ছেন। ইসলামী ঐক্যজোটের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আবদুল মতিন বলেছেন, এই সরকার আপাদমস্তক ইসলামবিরোধী। সরকার মাদ্রাসা খাতে ১০০ কোটি টাকা বেশি দিলে কি হবে, মাদ্রাসা তো বন্ধ করে দিচ্ছে। মাওলানা আবদুল মতিন বলেন, আসলে সরকারের মধ্যে একটা ইসলামবিরোধী অংশ আছে, এরা মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে।